ও মানসিকতাকে বোঝা প্রয়োজন

গভীর (Deep) বনাম অগভীর (Shallow) বাস্তুতন্ত্র

পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান সূত্র কী হতে পারে, সেই বিষয়ে গভীর ও অগভীর বাস্তুতান্ত্রিক উত্তরগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাবে।

পরিবেশ দূষণঃ- অগভীর বাস্তুতন্ত্রের বক্তব্য হল যে প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা বায়ু এবং জলদূষণের প্রতিরোধ করতে পারি এবং কখনো কখনো দূষণকে বিস্তৃত স্থানে সমভাবে বণ্টন করতে পারি যাতে কিনা এক বিশেষ স্থানে দূষণের আবির্ভাব প্রকট না হয়। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে দূষণকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে যে শিল্পগুলি দূষণ বাড়ায়, সেগুলিকে তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তরিত করা হয়। অপরপক্ষে, গভীর বাস্তুতন্ত্রে দূষণকে দেখা হয় সমগ্র জীবতন্ত্রের(Biotic) প্রেক্ষিত থেকে। শুধুমাত্র মানুষের শরীর নয়, সকল প্রজাতির প্রাণীর এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের উপর দূষণ কী প্রভাব ফেলেছে তা লক্ষ্য করা হয়; যেমনঃ- অ্যাসিড বৃষ্টি সম্পর্কে অগভীর বাস্তুতন্ত্রের বক্তব্য হল আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে অ্যাসিড বৃষ্টিকে বন্ধ করার চেষ্টা এবং সেই বিশেষ প্রজাতির গাছ খুঁজে বার করা যারা অ্যাসিড বৃষ্টির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচতে পারবে। গভীর বাস্তুতন্ত্র অ্যাসিড বৃষ্টি রোধের জন্য সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের উপর তার প্রভাবের কথা বলে। এবং যে অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রযুক্তি এই অ্যাসিড বৃষ্টির হওয়ার পিছনে কারণ, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কথা বলে। গভীর বাস্তুতন্ত্র দূষণের মূল কারণগুলিকে খুঁজে বার করা ও সেগুলির অবলুপ্তি ঘটানোর কথা বলে। অগভীর বাস্তুতন্ত্র অপরদিকে স্বল্প মেয়াদি ও কিছু কৃত্রিম সমাধানের কথা বলে। উন্নত দেশগুলি থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে দূষণের রপ্তানি শুধুমাত্র মানবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ নয়, এটি হল সামগ্রিক ভাবে প্রাণের বিরুদ্ধে এক অপরাধ।

সম্পদঃ- অগভীর বাস্তুতন্ত্রে কেবলমাত্র মানুষের দিকে তাকিয়েই সম্পদের কথা ভাবা হয়। উপরন্তু ধনী সমাজের বর্তমান প্রজন্মের কথাই বিশেষত ভাবা হয়। যাদের কাছে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা আছে, তারাই এই পৃথিবীর সম্পদকে উপভোগ করতে পারে। অগভীর বাস্তুতন্ত্রে সম্পদের ক্রমহ্রাসমানতা নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা নেই, কারণ সম্পদ কমে যাওয়া মাত্রই তার মূল্য বেড়ে যাবে এবং তখন অল্প সংখ্যক মানুষেই সেই সম্পদ ব্যবহার করবে। উপযুক্ত প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে হয়ত বা সেই সম্পদের বিকল্প আবিষ্কৃত হবে। গাছপালা, পশুপক্ষী, প্রাকৃত বিষয়গুলিকে মূল্যবান বলে মনে করা হয় কেবলমাত্র মানুষের দিকে তাকিয়েই। গভীর বাস্তুতন্ত্রে সম্পদের কথা বলার সময়ে সকল প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থানের কথা ভাবা হয় এবং সকল প্রাণীরই স্বতঃমূল্য আছে, এই কথাও বলা হয়। যে কোন প্রাকৃত বিষয়কেই কেবলমাত্র মানুষের উপভোগ্য বিষয় বলে ভাবা হয়। স্বভাবতঃই বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের মাধ্যম এবং সেই বস্তুগুলিকে উপভোগ করার প্রবণতাকে প্রশ্ন করে গভীর বাস্তুতন্ত্র। প্রশ্ন ওঠে, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপভোগের বৃদ্ধি কতখানি গ্রহণযোগ্য। গভীর বাস্তুতন্ত্রে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই সম্পদকে বোঝার চেষ্টা করা হয়, বিচ্ছিন্ন কিছু প্রাণী বা কিছু স্থানীয় পরিস্থিতির কথা গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশ এবং কালের পরিপ্রেক্ষিত থেকে এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা গভীর বাস্তুতন্ত্রে বলা হয়।

জনসংখ্যাঃ- অগভীর বাস্তুতন্ত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা বলেই মনে করা হয়। নিজের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অনেক সময়েই কিছু স্বল্প মেয়াদি অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে অথবা কোন সাময়িক যুক্তি দেখিয়ে সমর্থন করা হয়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনবাসী যে সকল প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থানের যে ধ্বংস হয়, তাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক আছে, তাকেও অস্বীকার করা হয়। গভীর বাস্তুতন্ত্রে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে মানুষের জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি আমাদের এই পৃথিবীর প্রাণীদের উপর ভয়ঙ্কর চাপ বাড়াচ্ছে। শিল্পে উন্নত দেশগুলি থেকে নানা চাপ আসছে এবং তাদের ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা হ্রাসের কথা ভাবা উচিত।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও যথোচিত প্রযুক্তিবিদ্যাঃ- অগভীর বাস্তুতন্ত্রে মনে করা হয় যে উন্নয়নশীল দেশগুলির লক্ষ্য হল পাশ্চাত্যের দেশগুলির মতো শিল্পে উন্নত হওয়া। পাশ্চাত্যে প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বজনীন স্বীকৃতির সাথে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং অনুন্নত দেশগুলির সদর্থক সমাজভাবনা (পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিত থেকে যা সদর্থক)-র মধ্যে কোন বিরোধ নেই বলে মনে করা হয়। গভীর বাস্তুতন্ত্রে শিল্পে অনুন্নত সমাজগুলিকে শিল্পোন্নত সমাজের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। শিল্পোন্নত দেশের জীবন ধারাকে অনুসরণ করা কখনওই শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির লক্ষ্য হতে পারে না। গভীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্যের আর এক রুপ। শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যেও যে ছোট ছোট মানবগোষ্ঠী আছে, তাদের কথা ভেবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করা উচিত। স্থানীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের দ্বারা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মূল্যায়ন করতে হবে। তথাকথিত উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা যখন বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলিকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসে, তখন সেই উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাকেও সমালোচনা করার সাহস রাখতে হবে।

ভূমি ও সমুদ্র বিষয়ক নৈতিকতাঃ- অগভীর বাস্তুতন্ত্রে ভূবৈচিত্র্য (Landscape), বাস্তুতন্ত্র, নদী, এবং প্রকৃতির সকল উপাদানগুলিকে খণ্ডিত করে দেখা হয়। তাদের সামগ্রিক রুপ কখনই ধরা পড়ে না। এই খণ্ডিত অংশগুলিকে কখনও ব্যক্তির, কখনও প্রতিষ্ঠানের, কখনও বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি রুপে দেখা হয়। সংরক্ষণের কথা যখন ভাবা হয়, তখন তা কেবল খরচা ও উপযোগিতার নিরিখেই দেখা হয়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা ভাবা হয় ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষের দিকে তাকিয়ে। ভূমিক্ষয়, জলস্তর নীচে নেমে যাওয়া ইত্যাদিকে মানুষের ক্ষতি হিসাবেই দেখা হয়। এই আশাও প্রকাশ করা হয় যে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি এই সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে। অপরপক্ষে, গভীর বাস্তুতন্ত্রে একথা মনে করা হয় যে পৃথিবী শুধু মানুষের সম্পত্তি নয়। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, কোন বিশেষ দেশের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই পৃথিবীর একদল বাসিন্দা হল মানুষ, যারা তাদের জীবন রক্ষার তাগিদে এই পৃথিবীর কিছু সম্পদ ব্যবহার করেছে। যদি কখনও মানুষের অমৌল প্রয়োজনগুলির সাথে মনুষ্যেতর প্রাণীর মৌল প্রয়োজনের বিরোধিতা ঘটে, তবে মানুষের উচিত অন্যান্য প্রাণীর মৌল প্রয়োজনের কথা ভাবা। নতুন প্রযুক্তি- বিদ্যার সাহায্যে কখনওই বাস্তুতান্ত্রিক ধ্বংসকে বন্ধ করা যাবে না। শিল্পোন্নত দেশগুলির যে উদ্ধত পূর্বধারনাগুলি রয়েছে, তার বিরোধিতা করা কর্তব্য বলে গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থকরা মনে করেন।

শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক আলোচনাঃ- অগভীর বাস্তুতন্ত্রে মনে করা হয় যে পরিবেশ সংক্রান্ত

সমস্যা এবং সম্পদের ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে যাওয়া রূপ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন আরও বেশী সংখ্যক বিশেষজ্ঞ, যাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য আনতে হয় তা বলে দিতে পারবেন। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা যা কিনা আমাদের এই গ্রহকে সুষ্ঠু ভাবে ব্যবস্থাপন করতে সাহায্য করবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের মতো কঠিন বিজ্ঞানগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এই কঠোর বিষয়গুলিকেই কঠিন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে। গভীর বাস্তুতন্ত্রের মতে, অপর পক্ষে, আমরা যদি সুস্থ বাস্তুতান্ত্রিক নীতিগুলি প্রচলিত করতে পারি, তবে শিক্ষা ব্যবস্থা, উপভোগ্য বস্তু নয় এমন জিনিসগুলির উপরেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং সেগুলিকে উপভোগ করার কথা বলবে যেগুলিকে সকল মানুষই উপভোগ করার সামর্থ্য রাখে। একটি জিনিসের উপর যে মূল্যের উল্লেখ থাকে, তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিতে শেখাবে শিক্ষা। কঠিন বিজ্ঞান থেকে নরম বিজ্ঞানের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে যেগুলি স্থানীয় সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়- এই হল গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থকদের বক্তব্য।

গভীর বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব